রিপোর্টিং স্থান, সময় ও তারিখ ঃ-

২২শে ডিসেম্বর, রবিবার, ২০২৪ সকাল ৭টার মধ্যে রায়রাখোল রেল স্টেশনের বাইরে পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে সংস্থার দায়িত্বে ক্যাম্পসাইটে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সম্ভাব্য ট্রেন যাত্রা (ক্যাম্পারদের পছন্দ অনুযায়ী) ঃ-

যাওয়া ঃ- কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্যাম্পাররা ২১শে ডিসেম্বর, শনিবার, ২০২৪ কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ট্রেনেই যাবেন।

ট্রেন নং	শালিমার	রায়রাখোল
২২০৮৩ - সম্বলপুর সুঃ ফাঃ এক্সপ্রেস	২০ঃ৪০	০৫ঃ৪৫

ফেরা ঃ- ২৬শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২০২৩ নিম্নলিখিত ট্রেনে।

ট্রেন নং	রায়রাখোল	শালিমার
২০৮৩২ - মহিমাগোঁসাই এক্সপ্রেস	২০ঃ১৪	০৭ঃ৩৫

বিঃ দ্রঃ - যাওয়া এবং আসার জন্য সব ট্রেনের টিকিট আগাম সংরক্ষণ নিজ দায়িত্বে করতে হবে।

ক্যাম্পাররা যে ট্রেনে যাবেন এবং ফিরবেন সেই বিষয়ে ক্লাব সম্পাদককে আগে থেকে অবহিত করবেন। যাতায়াতের গাড়ীর ব্যবস্থার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী।

যোগদান ও বাতিল ঃ-

শারীরিকভাবে সক্ষম যে কোন মহিলা ও পুরুষ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, যে কোন সংস্থা বা পর্বতারোহণ এবং অ্যাডভেঞ্চার সংস্থার সদস্যরা যতজন খুশি অংশ নিতে পারেন। ৫ বছরের নীচে কোন শিশুকে ক্যাম্পে নিয়ে গেলে আয়োজক সংস্থার পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। নির্ধারিত ফর্মে (ফটো কপি চলবে) আবেদন করতে হবে। ৩০শে নভেম্বর, শনিবার, ২০২৪ এর মধ্যে নগদে অথবা **"কলকাতা ট্রেকার্স ইয়ুথ"** নামাঙ্কিত ক্রসড্ চেকে অগ্রিম ক্যাম্প ফি জমা দিতে হবে। আউট স্টেশন চেক জমা নেওয়া হবে না। 'নির্ধারিত ফর্ম' সংস্থার যে কোন সভ্য/ সভ্যার কাছে বা সংস্থার ঠিকানায় অথবা ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে এবং ক্যাম্প ফি অগ্রিম ১৫৩০ টাকা (বাধ্যতামূলক ও অ-ফেরতযোগ্য) সহ আবেদনপত্র জমা দিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। অগ্রিম টাকা সহ আবেদন পত্র যে কোন সভ্য/ সভ্যার কাছে জমা দিতে পারেন। যাঁরা আবেদনপত্র জমা দিবেন তাঁরা অবশ্যই ফোনে অথবা ব্যক্তিগতভাবে সংস্থার সম্পাদক (**শ্রী মলয় রায় ঃ ৯৮৩১৭২৫৪৬৪**) এর সঙ্গে কথা বলে নেবেন। পূর্ব অনুমতি ছাড়া সরাসরি ক্যাম্পে যাবেন না। ক্যাম্প ফি সরাসরি ব্যাঙ্কে আমাদের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে পারেন (**'কলকাতা ট্রেকার্স ইয়ুথ', ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক / শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ, অ্যাকাউন্ট নং ঃ- 00820100001 5103, আই এফ এস সি - IOBA0000082**)। ই-মেলের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা ও টাকা দেওয়ার কথা আমাদের জানাতে পারেন।

আয়োজক সংস্থার (KTY) ব্যবস্থাপনায় ২৬শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২০২৪ রায়রাখোল স্টেশনে সমস্ত ক্যাম্পারদের পৌঁছে দেওয়া হবে।

আয়োজক সংস্থা যে কোন আবেদনপত্র যে কোন সময়ে, যে কোন কারণে বা বিনা কারণ দর্শাতেই বাতিল করে দিতে পারে। বিনা সূচনায় শিবিরে যাঁরা পৌঁছবেন তাঁদের ক্যাম্পের প্রবেশাধিকার থাকবে না। পুরো ক্যাম্প ফি জমা দেওয়ার পর যাত্রা বাতিল করিলে যথেষ্ট কারণসহ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালে কিছুটা ক্যাম্প ফি ফেরতের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

কি কি নিতে হবে ঃ-

থালা ও গ্লাস (থার্মকলের নয়), চামচ, জলের বোতল, টর্চ, রুক স্যাক (যদি পাওয়া যায়), স্লিপিং ব্যাগ অথবা কম্বল, ম্যাট্রেস বা পলিথিন শীট, মাঙ্কি টুপি/ মাফলার, ছুরি, ভেসলিন/ বোরোলিন, সানগ্লাস, সোয়েটার/ পুলওভার/ জ্যাকেট, কেডস/ হান্টার সু/ সুবিধাজনক জুতো, চপ্পল, সানটুপি, মোজা, লেমন ড্রপস/ গ্লুকোজ পাউডার, দাঁত মাজার জিনিসপত্র ও সাবান ইত্যাদি, ব্যক্তিগত ঔষধ, মশা মারার মলম বা কয়েল, জিওলিন, গামছা, হাওয়া বালিশ, নিজের পোষাক-পত্র, ক্যামেরা (বাধ্যতামূলক নয়)।

বিঃদ্রঃ- এমনভাবে মালপত্র প্যাক করবেন বা নেবেন যাতে নিজের মাল নিজে বহন করতে পারেন।

শিবির চলাকালীন কোন উত্তেজক পানীয় সেবন, তাঁবুর ভিতর এবং প্রকাশ্যে ধূমপান, গুটখা বা খৈনী খাওয়া ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

থার্মোকল ও প্ল্যাস্টিক ক্যাম্পে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

ঃ বিভিন্ন দিনের সম্ভাব্য অনুষ্ঠান সূচী ঃ

- শিবির উদ্বোধন
- গ্রাম ও স্থানীয় অঞ্চলের পরিচিতি
- ভ্রমণ ও ক্যাম্পের বিষয়ে কুইজ
- প্রকৃতি পাঠসহ নানা অ্যাডভেঞ্চার ক্রীড়া
- খোলা আকাশে রান্না করে খাওয়া
- পরস্পরের পরিচয় পর্ব
- নাইট ট্রেক (পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে)
- পশু-পাখী ও গাছ চেনানো
- ছবি আঁকা
- লোকগীতি ও লোকনৃত্য
- ট্রেকিং (প্রায় ২ – ৬ কিমি)
- ক্যাম্প ফায়ার

প্রতিদিন আশে-পাশের দর্শনীয় স্থান দেখতে ২ থেকে ৬ কিমি ট্রেকিং করতে হবে। প্রয়োজনে অনুষ্ঠান সূচীর পরিবর্তন হতে পারে।

মাউথ-অর্গান, বাঁশি ইত্যাদি বাজনা, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, নাচের সরঞ্জাম এবং নিজের তাঁবু থাকলে ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন।

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা অস্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকবে।

কলকাতা ট্রেকার্স ইয়ুথ পরিচালিত ৩৯ তম রক ক্লাইম্বিং ট্রেনিং কোর্স অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ই জানুয়ারী থেকে ১৪ই জানুয়ারী, ২০২৫ পুরুলিয়া জেলার জয়চন্ডী পাহাড়ে। ক্যাম্প ফি ঃ ৩৩৩০ টাকা মাত্র (ট্রেন ভাড়া, থাকা, খাওয়া ও ট্রেনিং সহ)।

৩১তম
অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল – ২০২৪

সিরকী
কন্ধমাল, ওড়িশা

২২ – ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০২৪

TREKKING * MOUNTAINEERING * EXPLORATION * HILL-HIKE
KOLKATA TREKKERS YOUTH WEST BENGAL INDIA

Regd. No. : SO048635 of 1985-1986

কলকাতা ট্রেকার্স ইয়ুথ

প্রতিষ্ঠা বর্ষ ঃ ১৯৮৫

(যুব কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা, নতুন দিল্লী কর্তৃক অনুমোদিত পর্বতারোহণ এবং রোমাঞ্চকর ক্রীড়াপ্রেমীদের সংস্থা)

১৭/২, ওলাইচন্ডী রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৭,
দূরভাষ ঃ ৯৩৩০৯৪২৮১৪, ৯৮৩১৭২৫৪৬৪
ই-মেল ঃ kolkatatrekkersyouth@gmail.com
ওয়েব সাইট ঃ www.kolkatatrekkersyouth.com

সিরকী অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল - ২০২৪

২২ — ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪

ক্রমিক সংখ্যা ঃ [ ] (অফিস ব্যবহারের জন্য)

নাম (মাতৃভাষায়) ঃ.....

নাম (ইংরেজীতে) ঃ.....
(বড় হরফে)

পিতা বা মাতার নাম ঃ.....

বাড়ীর ঠিকানা ঃ .....

.....

.....

পিন .....

বয়স ঃ..... মোবাইল ঃ .....

হোয়াট্সঅ্যাপ ঃ.....

ই-মেল ঃ .....

পরিচিতির নাম ঃ.....

(অবশ্যই কে. টি.ওয়াই-এর সদস্য/সদস্যা হতে হবে)

নিরামিষভোজী ঃ হ্যাঁ / না

যদি কোন সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন তবে সেই সংস্থার

নাম ও ঠিকানা ঃ .....

.....

কোন ট্রেনে যাচ্ছেন .....

কোন ট্রেনে ফিরছেন .....

সঙ্গে কোন্ তাঁবু নিয়ে যেতে পারবেন কিনা? হ্যাঁ / না।

কে. টি. ওয়াই-এর সদস্য/সদস্যা ঃ হ্যাঁ / না

তারিখ ঃ স্বাক্ষর ঃ.....

(নাম ঃ.....)

অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল কেন?

- সারা রাজ্যের ও দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ ও মাধ্যমে একটা বন্ধুত্ব, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরী করা।
- ক্যাম্পিং, আউটিং, ট্রেকিং ও শৈলারোহণ ইত্যাদির প্রাথমিক কলা-কৌশল দেখানো এবং শেখানো।
- শিবির চলাকালীন আশে-পাশের নতুন ট্রেকিং রুট বের করা এবং অবসর সময়টা স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশে কাটানো।
- সকলকে প্রকৃতির আঁচলে এনে ফেলা এবং স্থানীয় মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতি, প্রথা ও প্রতিনিয়ত জীবনধারণ সম্বন্ধে অবহিত করা।
- স্থানীয় মানুষকে শিক্ষা দিয়ে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করা।
- সকলকে গাছ, আকাশ, পশু-পাখী চেনানো বা স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন করা। প্রকৃতি পাঠসহ বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার ক্রীড়ার ব্যবস্থা।
- যাঁরা ছবি আঁকেন বা ফটো তোলেন, বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা বা চর্চা করছেন তাঁদেরকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পারদের মধ্যে বিশেষভাবে ছোটদের স্বাবলম্বী, সাহসিকতা, সহমর্মিতা, সকলে মিলে একসাথে থাকা-খাওয়া শেখা, পাঠ্যপুস্তকের ভিতর লিপিবদ্ধ বিষয়গুলি সম্বন্ধে হাতে-কলমে দেখা ও শেখা-এ সবই এই ক্যাম্পের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়।

ক্যাম্প ফি এবং থাকার ব্যবস্থা ঃ-

ক্যাম্পার	রেজিঃ ফি অগ্রিম দেয়	নাম নথিভুক্তকরণে অগ্রিম দেয়	অবশিষ্ট দেয়	মোট ক্যাম্প ফি
সর্ব সাধারণ	৩০/-	১,৫০০/-	৩,০০০/-	৪,৫৩০/-
শিশু (৫-১২ বছর)	৩০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	৩,৫৩০/-
শিশু (৫ বছরের নিচে)	৩০/-	১,০০০/-	১,০০০/-	২০৩০/-

বিঃদ্রঃ- কে.টি.ওয়াই সদস্য/ সদস্যাদের জন্য সামান্য বিশেষ ছাড় আছে।
উপরোক্ত ক্যাম্প ফি শিবির চলাকালীন থাকা, সাধারণ মানের খাওয়া, গাইড ফি, বন দপ্তরের এন্ট্রি ফি, রিজার্ভ বাস ভাড়া ও সরঞ্জাম ব্যবহার-এর খরচ। সকলকেই তাঁবুতে থাকতে হবে এবং মিলে-মিশে থাকতে হবে।

বিশেষ আবেদন ঃ–

- **ক্যাম্পার বা নিজেরা তাঁবু নিয়ে আসলে ভাল হয়। সঙ্গে তাঁবু নিয়ে আসতে পারলে আগাম জানাবেন।**
- **প্রতিদিন হাঁটার জন্য ভাল এবং ব্যবহৃত / পুরানো জুতো ব্যবহার করতে হবে।**
- **ক্যাম্প এলাকা নিজেদের পরিষ্কারের দায়িত্ব নিতে হবে।**
- **প্রতিটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।**
- **নিজের প্রয়োজনীয় ঔষধ অবশ্যই সঙ্গে আনবেন।**

শংসা পত্র বা স্মারক ঃ-

যে সমস্ত ক্যাম্পাররা শিবিরের সমস্ত নিয়মাবলী মেনে ক্যাম্প শেষ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে একটি শংসাপত্র এবং স্মারক প্রদান করা হবে।
স্থানীয় গ্রামবাসী, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য ভিন্ন "**৩১তম অ্যাডভেঞ্চার ট্রেইল-২০২৪**" কখনই সফল হতে পারে না। তাই সকলকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো জরুরী।

স্থানীয় দুঃস্থ মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চাদের জন্য জামা, প্যান্ট, কাপড়, বই, খাতা, পেন-পেন্সিল, রবার, রঙ-বেরঙের পেন্সিল, খেলনা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে গেলে স্থানীয়রা উপকৃত হবেন, তবে এটা বাধ্যতামূলক নয়।

বাধ্যতামূলক

প্রতিটি ক্যাম্পার বাধ্যতামূলকভাবে অবশ্যই ভোটার কার্ড / আধার কার্ড (সঙ্গে অতিরিক্ত একটি ফটো কপি) সঙ্গে নেবেন। ছোট বা যাঁদের কার্ড নেই তারা অবশ্যই ফটোযুক্ত ও ঠিকানা সম্বিলিত অন্য কোন উপযুক্ত নাগরিক প্রমাণপত্র নেবেন।

সিরকী এবং আমরা ঃ-

আমাদের এই সংস্থা মূলত পর্বত অভিযান, রক-ক্লাইম্বিং, ট্রেকিংসহ বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করে থাকে - আমরা কোন ট্রাভেল এজেন্ট বা এন. জি. ও নই। প্রকৃতির সাথে কয়েকদিন মেলামেশার সুযোগ করে দিতেই এই প্রোগ্রাম। ছোট ছোট ক্যাম্পারদের মানসিক বিকাশের জন্যই এ ধরণের শিবিরের আয়োজন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নির্জনতাকে উপভোগ করতে 'কলকাতা ট্রেকার্স ইয়ুথ' আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে এই শিবিরে অংশগ্রহণ করতে।

প্রকৃতিকে চিনতে-জানতে ভালবাসতেই এই ক্যাম্পের আয়োজন। এবারে উড়িষ্যার বহুল আলোচিত কন্ধমাল জেলার গহীন অন্দরমহলে আদিবাসী অধ্যুষিত জি. উদয়গিরি ব্লকের অভ্যন্তরে পাহাড়ের পাদদেশে শাল-সেগুন-গামারের জঙ্গলে ঢাকা ছোট্ট গ্রাম 'সিরকী'-তে ঘাঁটি গাড়তে চলেছি আমরা। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট এক পাহাড়ি নদী। একটু দূরে আছে এক ছোট্ট ড্যাম। গাছে গাছে টিয়া-চন্দনা-ধনেশদের কলকাকলিতে ঘুম ভেঙে তাঁবুর বাইরে মুখ বের করলেই চোখে পড়বে শীতের ভোরের কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ মখমলের মত পাহাড়ের সারি। পায়ে পায়ে এগিয়ে ভিউ পয়েন্টে পৌঁছলেই চোখের সামনে উন্মোচিত হবে দিগন্তব্যাপী ঢেউ খেলানো পাহাড়ের দেশ। এ যেন ঠিক আরেক সাতশো পাহাড়ের দেশ সারান্ডা! চোখে পড়বে তার কোলে ছবির মত সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট আদিবাসী গ্রাম। যাতায়াতের পথে পরিচিত হবেন কন্ধ উপজাতিদের চমৎকার হস্তশিল্পের সঙ্গে। গাছের ছায়াঘেরা, অদ্ভুত সুন্দর মায়াবী আল্পনা আঁকা আদিবাসী গ্রামের দৃশ্য আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ছোটবেলায় পড়া তপোবনের স্মৃতিতে। নানারকম অ্যাডভেঞ্চার মূলক কর্মকাণ্ডে, খেলায়, ক্যাম্প ফায়ারের হাসি-মজা- নাচ-গান-কবিতায় কীভাবে যে কেটে যাবে শীতের ছুটির কয়েকটা দিন, টেরই পাবেন না! শুধু এই কটা দিন চির অমলিন হয়ে থেকে যাবে আপনার স্মৃতিতে।